সব রকম কথা বলছি-

ঘরোয়ানা পরিবেশে আবাসিকদের সাথে- ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ ১৯৯০

১) শরীর যদি ভাল হয়ে যায়- তাহলে পাঁচ-দশ বছর চলে যাবে ।

২) যদি পাঁচ-দশ বছর রেখে দিতে পার, ১০/১৫ বছর যদি টিকিয়ে রাখতে পার তাহলে আমি আপত্তি করবো না।

৩) সব রকম কথা তোমাদের জানিয়ে দিলাম।
এটা এই নয় যে আমি চলে যেতে চাই । তোমাদের ফাঁকি দিয়ে। আমি সবরকম জানিয়ে দিলাম। কিন্তু তোমরা যদি রাখতে না পার ।

৪) আবর্জনা পরিস্কার হয়ে গেল। আর তো তোমাদের যন্ত্রনা করা হবে না। সব যন্ত্রনার অবসান হয়ে যাবে।

আমি মানুষটা দৈবের

ঘরোয়ানা পরিবেশে আবাসিকদের সাথে- ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ ১৯৯০

১) ঔষধে যদি না ধরে-আমি নিজের দৈব খরচ করবো না। শেষ যাওয়া পর্যন্ত এক চুল পরিমান রেকর্ড আমি ছোঁয়াচে রোগে খারাপ করতে রাজি নই।

২) কোন দিন নিজের শান্তি কামনা করি নাই। বাসনা কামনা করি নাই রেকর্ড যখন ভাল এসেছে-তোমাদের জন্য শেষ রেকর্ড টা যেন ...

-যদি বাসের তলে পইড়া মরি তবুও যেন আমার রেকর্ডটা সুন্দর থাকে ।

৩) যে ক'দিন থাকি সবাই মিলে যদি একটু শান্তি দাও একটু ভাল তো হতে পারি ।

ডাক্তার অবাক হয়ে গেছে

ঘরোয়ানা পরিবেশে আবাসিকদের সাথে- ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ ১৯৯০

১) চারশো (৪০০) প্রায় ব্লাড সুগার নিয়ে কেউ কথা বলতে পারে ? আর এই রকম ব্লাড সুগার যাইতেছে !-

২) আমি নর্মাল ভাবে কথা বলি, প্রত্যেকটা ডিলিংস্, প্রত্যেকটা বিহেবিয়ার।

৩) তবুও আমি চেষ্টা করছি কিছুটা দিন থেকে আর কিছুটা কাজ বাকী ছিল-সেই কাজ গুলো সুসম্পন্ন করার।

৪) আইনে আছে তুমি যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হতে পারবে না।

৫) দৈব খরচ করে এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগে আমি ভাল হয়ে যেতে পারি ।

৬) আমি রক্ষা পাই সেটা করো ।

এখন কি করবে বলে দাও

আবাসিকদের মধ্যে এক জনের প্রশ্ন ১৯৯০ সালে।

ঠাকুর বলছেন -

১) এখন'র টা জিজ্ঞাসা করবে না। আমার ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসা করবে না। ...

২) কোন রকম ছল **conspiracy** ষড়যন্ত্র, নানা রকম বুদ্ধি-বাদ্ধি-কোন রকম রাখবি না। বুদ্ধি-বাদ্ধি বেশী খাটাতে যেও না আমার সাথে ।

৩) যা বলি সেই ভাবে কাজ করবি। ঠাকুর কিন্তু মামুলি পাস নাই ! ...প্রতি বারেরটা (রোগের ব্যাপারে) তুমি সারাও (মেয়ে লোকের ভয়েস)।

৪) শেষ বেলায় গিয়ে একটা কলার বাখলায় আছাড় খাবো - পুলাপানের খুচরা খ্যাচা খেয়ে এই হয়েছে !?

অর্গানাইজেশণ বাড়াবে

আবাসিকদের মধ্যে এক জনের প্রশ্ন ১৯৯০ সালে ।

ঠাকুর বলছেন -

১) টাকা পয়সা যা আছে আমার কাছে, সে ভাবে তোমরা খরচ করবে ।

২) প্রত্যেকে প্রত্যেকের পূর্ণ সহযোগীতা করবে-এটা মনে রেখো

৩) আদেশ অমান্য করার জন্য কতগুলি বিরুদ্ধশক্তি সব সময় ক্রিয়া করবে...আমার বর্তমানেও চলছে অবর্তমানেও আরও বেশী চলবে ।

৪) যদি বাবা বলে থাকিস্ , মা বলে থাকিস্ -তাহলে কাজ ঠিক করিস্ । আর যদি বলিস না ! -সৎ বাবা, সৎ মা । তাহলে সেই ভাবে চিন্তা করিস ।

মৃত্যু যে আছে সেটা
সজাগ
করে দিচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য।
আমার মৃত্যুর রেজাল্ট টা হল সব চাইতে বড়
রেজাল্ট

'আমার যে '(আমি)' সে যে আমার
নয়। বলতো ? কার? তোর' ২৮-৫-১৯৪৯

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর মনের কথা কাকে বলেছিলেন ?

আমার কায়ার সাথে যারা ছায়ার মত হয়ে গেছে, আমার কথা শুনেই তাদের সেটা দর্শন হয়ে যাচ্ছে - এরকম যখন বুঝতে পারবো , তখন বলবো আমার কথা তাদের কাছে । তারা তখন আমার কথার মর্যাদা, বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারবে । প্রত্যক্ষদর্শীর যেমন হয়, আমার কথাতেও তারা মনে করবে যেন সাক্ষাৎ (soul sight) করছে, সে রকম যখন বুঝবো তখন সব কথা খুলে বলতে কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা থাকবে না।

করাচাবুক

কে সেই ব্যক্তি ?- যাকে ঠাকুর তাঁর মনের কথাগুলি চিঠিতে লিখেছিলেন ?

'আমার যে '(আমি)' সে যে আমার নয় । বলতো ? কার? তোর'

২৮-৫-১৯৪৯

১৯৯০ সালে ঠাকুর কেন তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন না ?

১৯৯০ সালে ঘরোয়ানা পরিবেশে আবাসিকরা সব রকমের কথা শ্রীশ্রী ঠাকুরের কাছে থেকে শুনার পর ঠাকুরকে তারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন- এখন কি করবে ? এখনের টা বলে দাও। তাদের সেই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন-

আমার ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসা করবে না

কেন ঠাকুর আবাসিকদের তাঁর পরিকল্পনার কথা খুলে বলতে সঙ্কোচ বা দ্বিধা করলেন ?

''আমারই ঘরের পালিত ছেলে মীরজাফরের ভূমিকা নিয়েছে ''

সুভাষ উদ্যান বজ বজ ১৮-১০-১৯৬৪

আমার কায়ার সাথে যারা ছায়ার মত হয়ে গেছে, আমার কথা শুনেই তাদের সেটা দর্শন হয়ে যাচ্ছে - এরকম যখন বুঝতে পারবো , তখন বলবো আমার কথা তাদের কাছে। তারা তখন আমার কথার মর্যাদা, বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারবে। প্রত্যক্ষদর্শীর যেমন হয়, আমার কথাতেও তারা মনে করবে যেন সাক্ষাৎ (soul sight) করছে, সে রকম যখন বুঝবো তখন সব কথা খুলে বলতে কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা থাকবে না।

কড়াচাবুক

১৯৯০ সালে ঠাকুর কেন তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন না ?

১৯৯৩ সালে শ্রীশ্রী ঠাকুরের তথা কথিত মৃত্যুর সাথে কেন ১৯৯০ সালের ঘরোয়ানা পরিবেশের আলোচনার বক্তব্যের জের টেনে অমৃত পুস্তকের ২৭০ পাতায় তথাকথিত মৃত্যুকে সূক্ষ্ম অন্তর্ধান (মৃত্যু) বলা হচ্ছে ?

২৯শে জুন, ১৯৯৩ সালে ঠাকুরের ৫৬ দিনের সমাধিস্থ দেহ কোথায় হারিয়ে গেল ? সেই প্রশ্নের উত্তর না জেনে কেন ঠাকুরকে সূক্ষ্ম অন্তর্ধান বলা হচ্ছে ?

আমার কায়ার সাথে যারা ছায়ার মত হয়ে গেছে, আমার কথা শুনেই তাদের সেটা দর্শন হয়ে যাচ্ছে - এরকম যখন বুঝতে পারবো , তখন বলবো আমার কথা তাদের কাছে । তারা তখন আমার কথার মর্যাদা, বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারবে । প্রত্যক্ষদর্শীর যেমন হয়, আমার কথাতেও তারা মনে করবে যেন সাক্ষাৎ (soul sight) করছে, সে রকম যখন বুঝবো তখন সব কথা খুলে বলতে কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা থাকবে না।

কড়াচাবুক

তোমরা আমার মতের উপর কোন (decision) দেবার চেষ্টা করবে না।

বাবা তোমাদের মহার্ণবের ব্যক্তি । তিনি ব্যক্তি হয়েও শিশু বয়স থেকে ব্যপ্তির মাঝে লীন হয়ে আছেন। তোমরা এখন রোগীর পর্যায়ে । তোমাদের বাবা রোগের চিকিৎসা সুবিধামতে করবেন। জেনে রেখ, আমার ট্রিটমেন্টের কথা আমি কাউকেই বলি না। আমি কখনও 'হ্যাঁ'-র মধ্যে দিয়ে যাই, কখনও 'না'-র মধ্যে দিয়ে যাই । আবার কখনও 'হ্যাঁ' কে 'না'-করি,

না-কে 'হ্যাঁ' করি । 'হ্যাঁ' বা ইয়েসকে (yes) যদি ই,সি,জি, করো, তাহলে 'হ্যাঁ'-এর হার্টটা কিছুটা অত্যন্ত বুঝতে পারবে। আমি এখন ট্রিটমেন্ট করছি । এই ট্রিটমেন্টের মাঝে কখনও 'হ্যাঁ'-এর মধ্যে 'না' পাবে, আবার না-র মধ্যে 'হ্যাঁ' পাবে ।

শেষ সমাধান (last solution) কি দেওয়া হবে সেটাই হল কথা। মূর্ত্তিটা শেষ পর্যন্ত না গড়া অবধি ফিনিশিং কি হবে কেউ তা বলতে পারে না। আমি কি মত দেব, কোন পথে চলবো, আমিই সেটা জানি। তোমরা আমার মতের উপর (decision) দেবার চেষ্টা করবে না।

আলোচনা চক্র -vol-1 পৃ-৩১

যিনি ব্যক্তিটা মহার্নবের। তিনি শিশু বয়স থেকে ব্যাপ্তির মাঝে লীন হয়ে আছেন। তিনি

বলছেন- 'তোমরা এখন রোগীর পর্যায়ে।'
'আমার সব বীজ কাকের পেটে চলে গিয়েছে।
এই কাক হল তোমাদের অজ্ঞানতা।'

সেই অজ্ঞানী সন্তানদের ১৯৯২ সালে তিনি যে ঘরোয়ানা পরিবেশে কথা গুলো বলেছিলেন-তাঁর decode/ E.C.G. করা আবশ্যক। শিশু বয়স থেকে যিনি ব্যাপ্তির মাঝে লীন হয়ে আছেন, তিনি বৃহৎ স্বার্থে ট্রিটমেন্ট করার জন্য দৈব খরচ করবেন কিনা- এই প্রশ্নের উত্তর 'না'-র মধ্যে 'হ্যাঁ' হয়ে লুকিয়ে আছে কিনা ভাই-বোনরা বিচার করবেন। কারন ৪০০ সুগার নিয়েও ঠাকুর নর্মাল ভাবে কথা বলেন এবং প্রত্যেকটা ডিলিংস্- বিহেবিয়ার।

আর কোন পথ তোমাদের নাই !

স্বচ্ছ ভাবে আদেশ যে পালন করবে, তাঁর পাপ কেটে যাবে। এটাই পথ । আর কোন পথ নাই। এজন্যেই বলে গুরু কৃপাহি কেবলম্ ...তোমাদের উপর যে আদেশটা করলাম , আদেশটা স্বচ্ছভাবে, পবিত্রভাবে পালন করবে । কোন রকম যতই আঘাত আসুক, কোন আঘাতের বিনিময়ে আমার উপর খচে যেতে পারবে না। ঠিক রাখা চাই । সহজ কিন্তু । বেশী কঠিন না এটা । **এটাই একমাত্র safe আর কোন পথ তোমাদের নাই যে পথ দিয়ে তোমরা ...**'

'চিরকাল এই ভারতের বুকে অনেক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । কিন্তু মরতে হবে তোমরা জান তো ? (সন্তান রা হ্যাঁ) সুতরাং দুই বার মরবে না, একবারই মরবে । সুতরাং এই টুকুন মনে রেখো - যে যেভাবেই থাকো বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করে বিশ্বাসঘাতকদের

দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজেদের মধ্যে এমন একটি সুন্দর পরিবেশ রাখবে যে - একে অন্যের ছাড়া নয়; একে অন্যের মধ্যে থাকবে। বিশ্বাসঘাতকতা যে করবে নিজেদের মধ্যে তাকে গলা টিপে মারবে বলো ? (হ্যাঁ সমসুরে সন্তান গণ সুখচর ধামে ১৯৮০) সে যেই হোক -আমি হই, আর তুমি হও মনে রেখো ।'

"একটা কথা মনে রাখবে আমরা যে কাজ করবো, যখন যে ভাবে চলতে নির্দেশ আসবে , নির্দেশ হবে, সেই নির্দেশের মধ্যে যে যেই ভাবে যেই প্রস্তুতি নিয়ে যে শিকলে বাধা আছো, শিকল থেকে যেন কেউ কারোর ছাড়া না হয়, এইটুকুন যেন খুব পোক্তা করে, পোক্তা হয়ে এমন ভাবে থাকবে যে- জীবন শেষ হয়ে যাবে, কষ্টের চরম সীমানায় চলে যাবে, কিন্তু শিকল থেকে কখনো যেন ছিট্‌কে না পড়ো ।'

"দ্বন্দ্ব , ধারনা কিছুই রাখবে না। ...ঠাকুর কোন আদেশ কোন্ কথায় কি ভাবে নেবে জটিল পথ দিয়ে নেবে, পরীক্ষা করার জন্য করবো, আরও পরীক্ষা করার জন্য -দেখি এত যে বুঝাইলাম

বুঝেছে কিনা ? ...কখন কোন কাম করে তোমার মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে, দ্বন্দ্ব আছে কিনা দেখবে । দ্বন্দ্ব যদি না আসে -ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য ।'

"আমার ধর্ম হচ্ছে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা। আমার ধর্ম হচ্ছে - সমাজকে রক্ষা করা। চোখ বুজে থেকে সেই আত্মার মুক্তির কামনাই শুধু আমার ধর্ম নয়। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবাই সবাইকে দেখবে। তাঁদের ভালবাসা রাখার চেষ্টা করবে, এবং যথা সাধ্য চেষ্টা করবে সেই বেদের আদর্শ (শ্লোক) সেই বেদের সুর, বেদের আদর্শ, বেদের নীতি- বেদ হচ্ছে জ্ঞান, বেদ হচ্ছে বিবেক। বেদ হচ্ছে প্রকৃতি । বেদ হচ্ছে মহাকাশ। সেই সুর কে সবার কাছে তুলে ধরাই আমার কাজ । ...সবাই সবার সাথে একত্মা হয়ে কাজ করবে।'

"আমরা এগিয়ে যাওয়ার পথিক, আমরা এগিয়ে যাবো। তোমরা বাল-বাচ্চা যারা আছো তারা সেই ভাবেই থাকবে। সমাজের সব দিক বিবেচনা করে তোমরা চলবে। এই দানবগোষ্ঠী

অসুরগাষ্ঠী, শোষকগোষ্ঠীকে যেই ভাবেই হোক সমাজ থেকে বিতাড়িত করাই হচ্ছে ধর্ম । তোমাদের ধর্ম - 'কর্মই তোমাদের ধর্ম। আর অন্য কিছু তোমরা চিন্তা করবে না। যে মহাকাশের মহানাম যে "রাম নারায়ণ রাম" দিয়েছি সেই নাম করবে। কারন গৌরের আমি শেষ রক্ত । গৌরাঙ্গ দেবের আমি হলাম তাঁর তেরো পুরুষে শেষ রক্ত । এই রক্তের তাঁর শেষ উদ্দেশ্য যাতে সে সফল করে যেতে পারে তাঁর জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি । এটা মনে রেখো ।

সুতরাং গৌরের রক্ত হিসাবে আমার এক গৌরব আছে। এটা আমার অহংকারের কথা নয়। সুতরাং আমি আপ্রান চেষ্টা করবো যাতে সুষ্ঠু সমাজ আবার ফিরে আসে ... ।'

মৃত্যু যে আছে সেটা কন্‌সাস্‌ করে দিচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। আমার মৃত্যুর রেজাল্টটা হল সবচাইতে বড় রেজাল্ট ।
[সেই রেজাল্টটা হল- ঠাকুরের এই ধরা ধামে আসার উদ্দেশ্য]

"তোমাদের কাছে বিরাট দক্ষিণা পাওয়া রইলো । সেই দক্ষিণা তোমাদের প্রত্যেকের দিতে হবে। সেই দক্ষিণা হল-সমাজকে পাপ মুক্ত করতে হবে। সমাজকে দানবের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। বলো সেই দক্ষিণা আমাকে দিবে ? - (সমসুরে সন্তানগনের 'হ্যাঁ')

'পরিস্কার কথা - আমি যুদ্ধ করি, আমি সংগ্রামে নেমেছি, আমি **জ্ঞানের সংগ্রাম, নামের সংগ্রাম , পরবর্তী সংগ্রাম** । সুতরাং আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলি না । আমার ধর্মই হচ্ছে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা । আমার ধর্ম হচ্ছে সমাজকে রক্ষা করা । আমার ধর্ম এই নয় -চোখ বুজে আত্মার মুক্তির কামনাই শুধু আমার ধর্ম নয়... ।"

' আমি যে আশায় যে ভরসায় আজকের সংগঠন করছি, আমি এক বিরাট আলোড়ন এবং আন্দোলন করার জন্য । আমি চাই এই বর্তমান সমাজে যারা অভাবের মূলে রয়েছে , অভাব সৃষ্টি করছে-তাদের বিষ দাঁত গুলো ভেঙ্গে দিতে চাই; এবং এদের সঙ্গে যদি লড়াই না করা হয়, মুখের কথায় তারা যাবে না । এমনভাবে আজ

বিষে ভরে গেছে । এমনভাবে সব দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি যে তারা আমাদের নিঃশেষ করতে কোন দ্বিধাবোধ করছে না, মেরে ফেলতে কোন দ্বিধা করছে না। ...তারা যে কোন মুহুর্তে মেরে ফেলতে পারে। তাই তোমরা প্রস্তুত থাকবে। বাপ বেটা-বেটির সম্পর্ক করে নিয়েছো । হাজার হাজার লোক রোজ এখানে দীক্ষা নিচ্ছে, আজ যা মধুর সম্পর্ক করে নিয়েছো ...এইটুকুই শুধু গুরু দক্ষিণা লাগে । টাকা কড়ি মানুষ নেয়, আমার দক্ষিণা টাকা - কড়ি না, বস্ত্র না, দক্ষিনা হচ্ছে -যখন আমি ডাকবো এবং যখন আমি বলবো লাঠি ধরো সমাজের যত শয়তান, দানব আছে তাদের বিরুদ্ধে মুকাবেলাই হচ্ছে আমার ধার্ম । তাদের শায়েস্তা করাই আমার কাজ । আমি তা করবো । এটা মনে রেখো ।'

[১৯৮০ সালে সুখচর ধামে]

সেই মুক্ত গঙ্গায় স্নান করার জন্য সুখচর ধামে লক্ষকোটি সন্তানদের যে ভীড় জমা হয়েছিল সেই 'পরিবেশটা'কে অসুরগোষ্ঠী, শোষক-গোষ্ঠী এখান থেকে সরিয়ে দিতে ষড়যন্ত্র করেছিল । সেই

ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে হাত মিলিয়েছিল ঠাকুর বাড়ীর আবাসিকরা। এরাই ঠাকুর বাড়ীতে কর্মীদের ভীড় কমাতে আচ্ছুর হাত দিয়ে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল উত্তরবঙ্গের সন্তান দল জলপাইগুড়ি ভৌগোলিক সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী হরেরাম বনিকের কাছে। চিঠিতে নির্দেশ ছিল -

১) মাইকের দ্বারা কোন প্রচার চলবে না।

২) মিছিল, মিটিং, দেওয়াল লিখন, পোষ্টারিং আপাতত বন্ধ ।

৩) মুক্ত মঞ্চে কোন বিরাট জনসমাবেশ করা আপাততঃ অবাঞ্ছনীয়

৪) **কলকাতা সুখচর ধাম এবং লেকটাউন 'রাম নারায়ন রাম' ভবণে আপাততঃ যাওয়া নিষিদ্ধ ।**

[তথ্য সূত্রঃ জনগনের দরবারে সত্য উন্মোচন হউক পৃ-১৩৯]

১৯৮০ সালে যে সব ষড়যন্ত্রকারীরা ঠাকুরের উপর মানসিক ভাবে নির্যাতন চালিয়ে 'পরিবেশটাকে' অর্থাৎ সংগঠনকে সরিয়ে দিতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মৃত্যু কামনা করেছিল -তারাই ঠাকুরবাড়ী

ভক্ত শূন্য করে দিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। উক্ত চিঠিটির মূল কপিটি হরেরাম বনিকের কাছে রয়েছে। সেই মূল কপির নির্দেশ ক্রমেই হরেরাম বনিক সেই চিঠির নির্দেশ আলাদা করে চিঠি লিখে উত্তরবঙ্গের ভাইবোনদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন সুখচর ধাম ও লেকটাউন বাড়ীতে না যায়। এটা নাকি ঠাকুরের নির্দেশ । মূল কপিতে কার সাক্ষর রয়েছে সেটা হরেরাম বনিকই বলতে পারবে । ঠাকুর আচ্চুর মাধ্যমে নির্দেশ পাঠাবেন কেন ?

আশ্চর্যজনক ভাবে হরেরাম বনিক ১৯৯৩ সালের পর একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। এখানে সন্দেহ জাগে ! - কেন এক জন দক্ষ সংগঠক এই চিঠির বিষয়ে নীরব হয়ে গেলেন ? তিনি আবাসিকদের কথা শুনে ভাইবোনদের সুখচর ধাম ও লেকটাউন বাড়ীতে যেতে বারন করেছিলেন কোন যুক্তিতে ?

সেই সময় ৭/৮ মাস অদ্ভুতভাবে চিত্ত সিকদারের অভিমান ঠাকুরের উপর গিয়ে পড়লো। সেও প্রায় ৮-৮-১৯৯২ থেকে ৮-৪-৯৩ পর্যন্ত ব্যক্তিগত অভিমান বশত ঠাকুর বাড়ীতে যান নি । তিনি

এই বিষয়ে তার 'বিশ্ববিশ্রুত নির্বিকল্প সমাধি' বইয়ে কৈফিয়ৎ নামা লিখে জানিয়ে রাখলেন যাতে ১৯৯৩ সালের ঘটনার সময় উনাকে আবাসিকদের সাথে যুক্ত না করা হয়। কারন এই চিত্ত সিকদারই ১৯৯৫ সালে আলিপুর নিউটাউন বালিকা বিদ্যালয়ে ভাই বোনদের জানিয়েছিলেন- ঠাকুর আবাসিকদের ভীমরুলের চাক বলেছিলেন। সেই বক্তব্যের রেকর্ড আজও available রয়েছে। শুধু তাই নয় কোন এক ঘটনা প্রসঙ্গে আবাসিকদের উদ্দেশ্য করে ঠাকুর উত্তরবঙ্গের কর্মীদের বলেছিলেন - এখানে যা দেখতেছ সব কুপির নীচে অন্ধকার। জ্ঞান জ্যোতির আলোর নীচে অন্ধকার !

তাহলে ঘাতক ভীমরুলের চাকের মাঝে ভক্তশূন্য সুখচর ধামে সেদিন ১৯৯৩ সালে কি কি ঘটনা ঘটেছিল ? কারা কি উদ্দেশ্যে ঠাকুরকে কোঠারিতে নিয়ে গিয়েছিল ? যখন ঠাকুরকে কোঠারিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন কেন ঠাকুর বাড়ীর মেয়েরা কান্না্কাটি করে বলছিলেন "বাবা তুমি যেও না ?"- প্রত্যক্ষদর্শী উত্তরবঙ্গের কর্মী নেভি গোপাল বিশ্বাস এই কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর

তাঁর বক্তব্যের রেকর্ড আজও available রয়েছে । ১৯৯০ সালে ঠাকুর আবাসিকদের জানিয়েছিলেন- "অর্গানাইজেশন" বাড়ে তাঁর ব্যবস্থা করবে । অর্থাৎ বালক বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের কার্যধারাকে বাস্তবে রূপায়ন করার জন্য অর্গানাইজেশনকে বাড়াতে হবে।

১৯৬৬ সালে ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ 'গাড়োয়ান' ছদ্মনামে ' চাই একনিষ্ঠ সংগঠন" প্রকাশ করে লিখেছিলেন- "আমরা সেই স্নানই ক'রব যাতে সব পাপ থেকে মুক্ত হতে পারি । সেই জন্য আসুন, সময় অনুযায়ী সবাই এসে গঙ্গার পাড়ে ভীড় করুন। একত্রে আমরা সবাই স্নান করি। এই গঙ্গাই হোল আমাদের মহৎ দৃষ্টান্ত । আমরা মুক্ত গঙ্গায় স্নান করব। তবে মুক্তি অনিবার্য্য। দেশবাসী আজ পাপের গন্ডীতে আটক রয়েছে। সেই পাপের কবল থেকে মুক্ত করতে হলে সেই মুক্তিস্নান দরকার। এই স্নানে চাই একনিষ্ট সংগঠন । সংগঠনে নিষ্ঠা ।' [কড়াচাবুক]

'আজব দেশ' কড়াচাবুকে শ্রীশ্রীঠাকুর (কালাপাহাড়) আরও

বলেছিলেন- 'স্রষ্টার সৃষ্টিতে এমন সুন্দর নিয়ম যে, এতটুকু অপরাধ করেও কেউ আজ পর্যন্ত সামলাতে পারেনি। এটা কল্পনার কথা নয়। ঐ নির্যাতনের সূচনাতেই বুদ্ধি সেই ভাবেই গড়ে ওঠে , - কি ভাবে নির্যাতনকারীদের সায়েস্তা করা যায়। **বুদ্ধি স্রষ্টার প্রতীক । সেই বুদ্ধি থেকেই বুদ্ধি যোগায়। সংগঠন সেই বুদ্ধিরই মিলন । সেই সংগঠনকারীদের বুদ্ধিগুলো একত্রিত হয়ে এক বিরাট সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে** । চারিদিকে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে । যশ ও আসনের লোভে মোহগ্রস্থ নেশাখোরেরা তখনও বুঝে ওঠেনি ধ্বংসের বন্যার স্রোতে যে তারা ভেসে যাবে।" [কঃচাঃ]

১৯৯০ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর আবাসিকদের বলেছিলেন- "অর্গানাইজেশন" বাড়ে তার ব্যবস্থা করবে । তাহলে ১৯৯২ সালে আবাসিক আচ্চু কেন উত্তরবঙ্গের সংগঠক হরেরাম বনিককে চিঠি পাঠিয়ে পূর্বোউল্লিখিত নির্দেশ গুলো পাঠিয়ে ছিলেন ? এখানে কি শ্রীশ্রী ঠাকুরের পরিবেশটাকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছিল ?

শ্রীশ্রী ঠাকুর আশির দশকেই ঘরোয়ানা পরিবেশে জানিয়েছিলে- "ওরা তো বাধ্যবাধকতা করছে আমাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য পরিবেশটাকা আমাকে এমন অবস্থা জারি করেছে যে বাধ্য হয়ে আমি আর থাকতে পারবো না, আমি হয় হার্টফেল করবো, না হয় চলে যাবো; চলে যেতে বাধ্য করতাছে **এগুলো**। ...আমার আর সময় নাই। আমি নিজেই এখন বইসা পড়ব গিয়া । আমার লাষ্ট কাজের ধারায় আমি চলে না গেলে আমার পক্ষে আরও অসুবিধা হয়ে যেতে পারে । **আমার ক্ষতি করতে পারে এরা** । আমার স্বার্থে আমি যাবো না; বৃহৎ স্বার্থেই আমি যাবো। আমি যা কিছু করছি সবাইকে নিয়েই করছি। কিন্তু আমার মৃত্যুর রেজাল্টটা হ'ল সবচাইতে বড় রেজাল্ট "

অর্থাৎ - ১৯৯০ সালের বহু পূর্বেই ঠাকুর বলেছিলেন, তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে । অর্থাৎ এখান থেকে 'পরিবেশটাকে' ষড়যন্ত্রকারীরা সরিয়ে দিতে চাইছে। সেই ষড়যন্ত্রকারীদের দলে আবাসিকরা সামিল ছিলেন না তো ?

১৯৮২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আলোচনা চক্রের **vol-1** প্রকাশ পায়। সেখানে তাঁরা 'ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা' নিয়ে কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষন করে যে কথা গুলি প্রকাশ করেন তা প্রতিটি সংগঠনের কর্মীদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ।

॥ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ॥

(সেপ্টেম্বর ১৯৮২)

বিবেকের নির্দেশে অত্যন্ত ক্ষোভের সাথেই বলতে হচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের মৌলিক নীতি আদর্শ বিরোধী কাজ তাঁরই একদল সন্তান নেতার, কর্মীর ও সংগঠকের আসনে বসে শ্রীশ্রী ঠাকুরের নাম ও তাঁর সৃষ্ট সন্তান দলের নামে সুকৌশলে যে ভাবে মূল আদর্শবিরোধী অপপ্রচার করে জনমানসে তাঁকে এবং সন্তান দলকে হেয় এবং হাস্যস্পদ করে তুলেছে- তাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মৌলিক আদর্শে বিশ্বাসী সন্তানগণ আজ আর চুপ করে বসে থেকে এত বড় একটা অন্যায়কে সহ্য করতে নারাজ

ষরযন্ত্রকারীরা বিভিন্ন সংগঠনে প্রবেশ করে ভাই বোনদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি করে। এর পর বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে সব দলাদলি মিটিয়ে সংগঠনের অধ্যক্ষদের মুচলেখা নিয়ে ১৯৮৮ সালে তৈরী করা হল "বালক ব্রহ্মচারীর তত্ত্ব যুক্তি বিজ্ঞান গনিত ভিত্তিক সংগঠন। প্রকাশ করা হল **'চলার পথ'** কড়াচাবুক বিশেষ সংখ্যা । সন্তানদলের বিভিন্ন সংগঠনক ১৯৮৮ সালে 'বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের অন্তর্গত করে দিয়ে সকল সংগঠনের কর্মীদের উক্ত সংগঠনের সদস্য হিসাবে বিবেচনা করা হল। এবং প্রত্যেক সংগঠনের কর্মীদের উপর নির্দেশ করা হয়েছিল- তাঁরা মূল সংগঠন "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের' প্রতি আনুগত্য বজায় রাখবে । কারন **"বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের কার্যধারাকে অর্থাৎ শ্রীশ্রী ঠাকুরের আদর্শ ও মতবাদকে সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তবে রূপায়নের জন্য এই বিভিন্ন সংগঠনগুলি মূল সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত** । প্রকৃতির আদর্শ লিপি পাঠ করে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্ররাজির মতো বিবাদবিহীনভাবে মিলনের ধারা

-পাতা রচনা করাই প্রতিটি সংগঠনের মূল লক্ষ । বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের অন্তর্গত বিভিন্ন সংগঠন গুলিকে যারা আলাদা সংগঠন হিসাবে দেখেছেন তাদের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ চলার পথ কড়াচাবুকে এই ভাবে বলা হয়েছিল- **"একে পৃথক ভাবে চিন্তা করাটা মারাত্মক অপরাধ"** কারন তার সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

১৯৮৮ সালে বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের গভর্নিং বডির **১৩** জন সদস্য হিসাবে বিভিন্ন সংগঠনের অধ্যক্ষ্য ও সেক্রেটারীদের নিয়ে তৈরী করা হয়। সেখানে বাদ পড়লেন চিত্ত সিকদার । এখানেই চিত্ত সিদদারের রাগ/অভিমান শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর । যার কারনে সে **১৯৯৩** সালে ঠাকুর বাড়ীই যাননি । এই বিষয়ে সে কৈফিয়ৎ এ জানিয়েছিলেন তিনি নাকি সেই সময় হুগলির হিন্দ মোটরে সংগঠনের কাজ করছিলেন। **১৯৯৫** সালে উনাকে 'বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ভাইবোনদের জানিয়েছিলেন- " তিনি শুনেছেন ঠাকুর নাকি একটি সুপার কমিটি বানিয়ে ছিলেন, কিন্তু সেই কমিটির কোন ACTIVITY আজ

অবধি দেখেন নি। বিভিন্ন সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ ACTIVITY কারখানা ঘরের কর্মীদের মত- সেটাই তো বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের কার্যধারা । এই সাধারন জ্ঞানটুকু চিত্ত সিকদারের নেই বললে ভূল বলা হবে । কারন তিনি সমগ্র কড়াচাবুক সংকলন নামে বই এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে জনগনকে জানিয়েছিলেন-
"যে বিরাটের মুখনিঃসৃত বানী এতে বিধৃত, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা"

কিন্তু এই চিত্ত সিকদার ও শংকর সরকার উভয় ব্যক্তি সেই ধৃষ্টতা দেখিয়ে **'সমগ্র কড়াচাবুক সংকলন'** পুস্তকের ৭৫৫ পাতায় বিরাটের মুখনিঃসৃত বানীর উপর কলম চালিয়ে 'বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে'র নাম মুছে দিয়ে সেখানে 'সন্তান দল' দল লিখে দিলেন । শংকর সরকার সর্বসম্মুখে social সাইটে, ইউটিউবে তাঁর বক্তব্য রাখলেন চিত্ত সিকদারের নেতৃত্বে 'পূর্ণাঙ্গ সন্তান দল' পরিচালিত হোক । প্রশ্ন হল বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনকে বাদ দিয়ে **পূর্ণাঙ্গ** সন্তান দল কি করে সম্ভব ? এটাই পরিবেশ সরিয়ে ফেলার

ষড়যন্ত্র । দলাদলির মাধ্যমে সন্তানগনকে লেলিয়ে দেওয়া। সেই কাজ আজও চলছে । চিত্ত সিকদার আসাম, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিনবঙ্গে প্রচুর দল সৃষ্টি করে পরমপিতার সাংগঠনিক উদ্দেশ্যকে বানচাল যেমন করেছে তেমনি শংকর সরকার, গৌরগোপাল দত্ত, শিবশঙ্কর দত্ত ও শেখ ফিরোজ এর মত ব্যাক্তিরা বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের বিরোধিতা করে আলাদা করে দল পরিচালনা করে চলেছে। এই ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'পরিবেশটা' এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ।

সুতরাং ১৯৯৩ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর আবাসিকদের কাছে তাঁর পরবর্তী সংগ্রামের 'পরিকল্পনার' কথা জানিয়ে কোঠারীতে গিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন-এটা কি মেনে নেওয়া যায়? তিনি ষরযন্ত্রের স্বীকার হয়েছিলেন। তাই এবার হাসপাতালেই তাঁকে তথাকথিত মৃত্যুর নাটক করতে হল !- যাকে ভক্তরা ১৯৬০ সালের মতই নির্ব্বিকল্প সমাধি দাবি করেছিলেন। ৫৬ দিনে দেহ পচে যায় নি কেন ? তাহলে কি ১৯৬০ সালের মত ঠাকুর দেহে ফিরে আসতেন?